রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

প্রোফাইল

ঠিকানা ঃ পূর্ব শালবন, রংপুর সদর, রংপুর

মোবাইল ঃ ০১৭০৫৯৪১৪১৪, ০১৭০৫৯৪১৪১৫, ০১৭৬৮৯৩০২৩০

web: riitpolybd.com, e-mail: riitpoly@yahoo.com,

উদ্যোক্তা ও সভাপতির বাণী

আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল
উদ্যোক্তা ও সভাপতি
রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রংপুর
সম্মানীত ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য, তিস্তা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
সাবেক ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স)
রংপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর
প্রোপ্রাইটর, আইডিয়াল ইনোভেটিভ টেকনোলজি, রংপুর
প্রোপ্রাইটর, মেডিল্যান্ড ও নিউ মেডিল্যান্ড, রংপুর

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো দক্ষ মানব সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ, কর্মক্ষম, উদ্ভাবনী এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এই লক্ষ্য ও প্রত্যেকে সামনে রেখে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমরা মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তোলার জন্য কাজ করে আসছি। আমরা বিশ্বাস করি, একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শুধু শিক্ষার্থীদের একটি সনদ প্রদান করবে না; বরং তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করবে।

বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আধুনিক শিল্পব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের ফলে দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে যুগোপযোগী, ব্যবহারিক ও কর্মমুখী করার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক ল্যাবরেটরি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট, সেমিনার, কর্মশালা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে সততা, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একজন দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা মনে করি, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সাফল্য শুধু অবকাঠামো বা শিক্ষার্থীর সংখ্যায় নয়; বরং তার শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে কতটা সফল, সমাজে কতটা ইতিবাচক অবদান রাখছে এবং দেশের উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সাফল্য নিহিত।

আগামী দিনে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন, শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের পথচলার প্রধান শক্তি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সুশাসন, মানসম্মত শিক্ষা এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশের কারিগরি শিক্ষা খাতের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির এই মহৎ উদ্যোগে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের বাণী

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করার জন্য দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মমুখী মানবসম্পদ গড়ে তোলা অপরিহার্য। আর এই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের ব্যবহারিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং পেশাগত যোগ্যতা বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো এমন প্রযুক্তিবিদ তৈরি করা, যারা দেশের শিল্প, অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট নয়। কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব কাজের দক্ষতা, প্রযুক্তির ব্যবহার, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এ বিষয় গুলোকে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে পরিচালিত করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, সেমিনার, কর্মশালা, প্রযুক্তি প্রদর্শনী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সততা, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য শুধু পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় না। তার বাস্তব দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নৈতিকতা এবং সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাই একজন সফল প্রযুক্তিবিদের প্রকৃত পরিচয়।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ, শিল্প-শিক্ষা সংযোগ বৃদ্ধি, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব।

আমি আশা করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তাদের সাফল্যের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত।
সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমাদের প্রতিষ্ঠান আগামী দিনে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

মোঃ শাকিনুর আলম
প্রতিষ্ঠান প্রধান
রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
রংপুর

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ঃ

নাম ঃ রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
প্রতিষ্ঠান কোডঃ ১৬১০০
EIIN NO. : 139390
প্রতিষ্ঠানের ধরণ ঃ নিজস্ব অর্থায়নে ও এককভাবে স্থাপন ও পরিচালনা
অনুমোদন ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
স্থাপনের সন ঃ ২০০৯ পাঠদানের সন ঃ ২০১০

VISION-2030

RANGPUR IDEAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY will produce quality of skilled manpower that become an international level institute.

MISSION

- To develop the unity among teacher -staff- student to safeguard the interest of the institute
- To increase the passing out rate of quality product
- To Develop the efficiency of teachers through training
- To ensure the infrastructure and logistic facilities.
- To keep connection with surrounding civil society and authority
- To modernize the teaching-learning process and information interchange system
- To maintain the industrial linkage and ensure the placement for outcome
- To develop the mentality and morality through co-curriculum activities
- To increase the different facilities for female students

প্রত্যাশিত ফলাফল

ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা সহ অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। উক্ত ভিশন বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দাড়াবে নিম্নরুপ-

- ডিপ্লোমা কোর্সের টেকনোলজির সংখ্যা হবে ১২ টি।
- আসন সংখ্যা হবে ১৫০০ টি।
- ডিপ্লোমা কোর্সে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫০০০ জন।

- ১ একর ১.৫ শতাংশ জমির উপর আবাসিক ব্যবস্থা সহ অত্যাধুনিক ক্যাম্পাস।
- আধুনিক শিক্ষা উপকরনের মাধ্যমে মাধ্যমে ক্লাস গ্রহন।
- সাভাবিক লাইব্রেরীর পাশাপাশি ই-লাইব্রেরী ও ই-লার্নিং ব্যবস্থা।
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে নিয়ে আসা।
- একটি আধুনিক গবেষনাগার হবে।
- শতভাগ পাশ সহ শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলের ব্যবস্থা।
- পেশা ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে যার ফলে প্রতি বছর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে প্রায় ৩০০০ জনের।
- মনোরম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সমৃদ্ধ ক্যাফেটেরিয়া
- প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে পাশকৃত শতভাগ শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।
- ১০০ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU এবং ৫০০ টি ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিংকেজ করা হবে।
- ১০০০ সিটে ছাত্র এবং ২০০ সিটে ছাত্রীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- ইন্ডাস্ট্রি সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং এডুকেশন সেন্টার প্রস্তুত করা হবে।
- আধুনিক অডিও ভিজুয়াল সিষ্টেমসহ একটি সুবৃহৎ হল রুম হবে।
- প্রতিষ্ঠানটিতে থাকবে নিজস্ব উৎপাদন ও বিপনণ ব্যবস্থা যার ফলে অত্র প্রতিষ্ঠান হবে শিল্প সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
- প্রতিষ্ঠানটি হবে একটি অত্যাধুনিক ও Smart পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

ইনস্টিটিউশনাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেম ওয়ার্ক

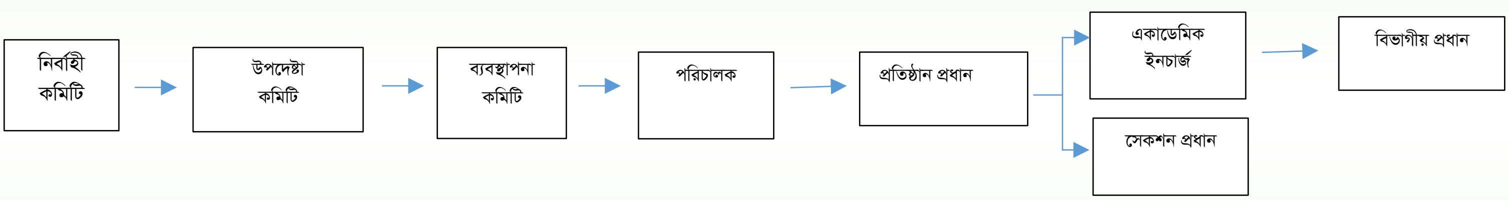

প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষে রয়েছে পৃথক পৃথক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর জন্য রয়েছে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি যেমন-

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ কমিটি
- ❖ ক্লাশ মনিটরিং কমিটি
- ❖ নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি
- ❖ মাদক, জঙ্গিবাদ বিরোধী ও শুদ্ধাচার কমিটি
- ❖ সহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি
- ❖ মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কমিটি
- ❖ ভর্তি কমিটি
- ❖ শৃংখলা ও পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি
- ❖ ক্রয় ও মেরামত কমিটি
- ❖ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কমিটি ইত্যাদি

অর্গানোগ্রাম

পরিচালক

↓

অধ্যক্ষ/ প্রতিষ্ঠান প্রধান

↓

উপাধ্যক্ষ/একাডেমিক ইনচার্জ

↓

পদবী \ টেকনোলজি/বিভাগ	সিভিল	ইলেকট্রিক্যাল	ইলেকট্রনিক্স	মেকানিক্যাল	কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি	ইয়ার্ন মেনুফ্যাকচারিং	ওয়েট প্রসেসিং	ফেব্রিক মেনুফ্যাকচারিং	অ্যাপারেল মেনুফ্যাকচারিং	নন টেক
চীফ ইনস্ট্রাক্টর	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
ইনস্ট্রাক্টর	৬	৫	১	২	৪	১	২	১	১	১২
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	১২	১০	২	৪	৮	২	৪	২	২	১২
ক্রাফ্ট ইনস্ট্রাক্টর / ল্যাব সহকারী	৬	৫	১	২	৪	১	২	১	১	২

অফিস সেকশন

↓

প্লেসমেন্ট অফিসার , আইটি অফিসার , প্রধান সহকারী , রেজিস্ট্রার , হিসাব রক্ষক , লাইব্রেরিয়ান
মোট পদ - ০৬

↓

সহকারী রেজিস্ট্রার, সহকারী হিসাব রক্ষক , সহকারী লাইব্রেরিয়ান , কেয়ার টেকার , অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর - ৩
মোট পদ - ০৭

↓

ড্রাইভার - ২

↓

ইলেকট্রিশিয়ান - ১ , অফিস সহায়ক - ১২ , ক্লিনার - ৪ , গার্ড - ৬ হেলপার - ১

জনবলের তথ্য

শিক্ষক ঃ ৭৩ জন, কর্মকর্তা ঃ ১০ জন, কর্মচারি ঃ ২৩ জন

কারিকুলাম ও টেকনোলজি

৪ বছর মেয়াদী

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

- সিভিল টেকনোলজি
- ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি
- কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
- মেকানিক্যাল টেকনোলজি
- ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি

ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

ওয়েট প্রসেসিং টেকনোলজি
ইয়ার্ন মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি
ফেব্রিক মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি
অ্যাপারেল মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজি

বর্তমান টেকনোলজি ভিত্তিক আসন

- ✓ সিভিল টেকনোলজিতে ৩০০টি
- ✓ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে ২৫০টি
- ✓ ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে ৫০টি
- ✓ মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে ১০০টি
- ✓ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ২০০টি
- ✓ ওয়েট প্রসেসিং টেকনোলজিতে ১০০টি
- ✓ ইয়ার্ন মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজিতে ৫০টি
- ✓ ফেব্রিক মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজিতে ৫০টি
- ✓ অ্যাপারেল মেনুফ্যাকচারিং টেকনোলজিতে ৫০টি

সর্বমোট আসন সংখ্যা = ১১৫০ টি

এখানে উল্লেখ থাকে যে ২০২৫ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বাংলাদেশের সকল বেসরকারি পলিকেটনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সেশন ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ভর্তির সেশন	ভর্তির সংখ্যা (জন)
২০১০-২০১১	৯৫
২০১১-২০১২	৮৩
২০১২-২০১৩	১৯৩
২০১৩-২০১৪	২৯০
২০১৪-২০১৫	২০৫
২০১৫-২০১৬	৫৪২
২০১৬-২০১৭	৫৫৬
২০১৭-২০১৮	৭৪৭
২০১৮-২০১৯	৭৯৩
২০১৯-২০২০	১১৩৩
২০২০-২০২১	১২৪৭

২০২১-২০২২	১২৯৯
২০২২-২০২৩	১৩৩৪
২০২৩-২০২৪	১১৮৫
২০২৪-২০২৫	১০১০

বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ৩১৫৭

পাশকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য

২০১৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৪৩ জন
২০১৬ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৫৪ জন
২০১৭ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৮৬ জন
২০১৮ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২১৫ জন
২০১৯ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ১৯৮ জন
২০২০ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ১৩৪ জন
২০২১ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২২৮ জন
২০২২ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২৪৫ জন
২০২৩ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৩৩২ জন
২০২৪ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৩৭০ জন
২০২৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৩০৪ জন

মোট পাশকৃত শিক্ষার্থী-২২০৯ জন

প্লেসমেন্ট পরিসংখ্যান

২০১৫ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৪৩ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ৪৩ জন ।

২০১৬ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৫৪ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ৫৪ জন।

২০১৭ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৮৬ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ৮৪ জন।

২০১৮ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২১৫ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ২০৯ জন।

২০১৯ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ১৯৮ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ১৮৬ জন।

২০২০ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ১৩৪ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ১৩৪ জন।

২০২১ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২২৮ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ২০১ জন।

২০২২ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ২৪৫ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ২০৬ জন।

২০২৩ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৩৩৯ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ২৭০ জন।

২০২৪ সালে পাশকৃত শিক্ষার্থী ৩৭০ জন এবং প্লেসমেন্ট হয়েছে ২৬১ জন।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেকশন সমূহ

১। একাডেমিক সেকশন	২। একাউন্টস সেকশন
৩। প্লেসমেন্ট সেকশন	৪। লাইব্রেরী সেকশন
৫। জেনারেল সেকশন	৬। আইটি সেকশন
৭। স্টোর সেকশন	৮। নিরাপত্তা সেকশন
৯। ক্রয় ও মেরামত সেকশন	১০। ভর্তি ও প্রচার সেকশন
১১। আবাসন সেকশন	১১। স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

অবকাঠামো

রংপুর শহরের সেন্ট্রাল রোড় সংলগ্ন ও সরকারি ভুমি অফিসের সামনে ছয় তলা ভবন বিশিষ্ট এবং নিউ জুম্মাপাড়া, পাকার মাথায় ১ একর ১.৫ শতাংশ জমির উপর শিল্প কারখানার আংগিকে প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ভবন । যেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাব, আরো রয়েছে সুবৃহৎ হল রুম তথা বিনোদনের স্থান।

ল্যাব ঃ ২১ টি, ক্লাস রুম ঃ ১২ টি, অফিস রুম ঃ ১০ টি, কমন রুম ঃ ১ টি, শিক্ষক কমন রুম ঃ ৩ টি, ছাত্র কমন রুম ঃ ১ টি, ছাত্রী কমন রুম ঃ ১ টি, সেমিনার রুম ঃ ১টি, ষ্টোর রুম ঃ ১টি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কক্ষ ঃ ১টি, নামাজ ঘর ঃ ১টি,
সাইকেল গ্যারেজ ঃ ২টি

ল্যাব ও ওয়ার্কশপ সমূহ

√ কম্পিউটার ল্যাব √ কম্পিউটার সফটওয়্যার ল্যাব √ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ল্যাব √ ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব √ ইলেকট্রিক্যাল মেশিন শপ √ ইলেকট্রনিক্স ল্যাব √ অটোমেশন ল্যাব √ অটোক্যাড ল্যাব √ ড্রাফটিং ল্যাব √ সিভিল ল্যাব √ ম্যাশন শপ √ সিভিল টেস্টিং ল্যাব √ ওয়ার্কশপ √ মেকানিক্যাল মেশিন শপ √ ওয়েল্ডিং শপ √ ফাউন্ড্রি শপ √ টেক্সটাইল ল্যাব √ টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাব √ ডাইং ল্যাব √ সুইং ল্যাব √ ফিজিক্স ল্যাব √ কেমেস্ট্রি ল্যাব

বিভিন্ন ল্যাবের উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি সমূহ

- ✓ সি এন সি মেশিন সমৃদ্ধ মেশিন শপ
- ✓ PLC ও রোবটিক্স সিষ্টেম সমৃদ্ধ অটোমেশন ল্যাব
- ✓ আধুনিক কম্পিউটার সমৃদ্ধ অটোক্যাড ল্যাব
- ✓ ফাউন্ড্রি শপ
- ✓ মেশিন শপ
- ✓ ওয়েল্ডিং শপ
- ✓ ইউনিভার্সাল টেষ্টিং ল্যাব
- ✓ টেক্সটাইল টেষ্টিং ল্যাব
- ✓ ইকেট্রিক্যাল মেশিন শপ
- ✓ সুইং অ্যান্ড প্যার্টান ল্যাব ইত্যাদি

লাইব্রেরী সুবিধা

৪৯, ৯০৭টি বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে যেখান থেকে শিক্ষার্থী সহ শিক্ষক মন্ডলীদের বই উত্তোলন ও পড়ার ব্যবস্থা। যার ফলে জ্ঞান বিকাশের বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

এখানে কর্মরতসহ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানষিক সুস্থ্যতার জন্য তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। যার ফলে এখানে উপস্থিত স্বাস্থ্যসেবা সহ এ সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহযোগীতা করা হয়।

আবাসন ব্যবস্থা

অত্র প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে ৪ টি ছাত্রাবাস ও ২ টি ছাত্রীনিবাস রয়েছে।

যানবাহন ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নিজস্ব যানবাহন ব্যবস্থা ।

শিক্ষার্থীদের গাইডের ব্যবস্থা

প্রতি পর্বের শুরুতে প্রতিটি গ্রুপের শিক্ষাথীদের জন্য একজন করে গাইড শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি গ্রুপের শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদান সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। যার ফলে এখানে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার অনেক কম।

পর্ব এবং টেকনোলজি ভিত্তিক ইনোভেশন এবং স্কিলস কম্পিটিশনের ব্যবস্থা

- প্রতি পর্ব ও টেকনোলজির শিক্ষার্থী গ্রুপ ভিত্তিক তাদের ইনোভেশন উপস্থাপন করে থাকে ।
- প্রতি বছর টেকনোলজি ভিত্তিক স্কিলস কম্পিটিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সহ তাদের অনুপ্রানিত করা হয়।

প্লেসমেন্ট সেলের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-পরবর্তী কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি সুসংগঠিত ও সক্রিয় প্লেসমেন্ট সেল পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞান ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করাই এই সেলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী সম্ভাব্য নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। চাকরির সুযোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদান, CV/Resume প্রস্তুতি, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি, যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

শুধু চাকরিপ্রার্থী নয়, শিক্ষার্থীদের চাকরি সৃষ্টিকারী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্লেসমেন্ট সেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে উৎসাহিত করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবসায়িক ধারণা উন্নয়ন, প্রাথমিক পরিকল্পনা, বাজার বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথও সুগম করতে প্লেসমেন্ট সেল বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। ডিপ্লোমা-পরবর্তী উচ্চশিক্ষার সুযোগ, ভর্তি-সংক্রান্ত তথ্য, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাতের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। ২৫টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে MoU এবং প্রায় ১০০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লিংকেজ হয়েছে যাহা কর্মমুখী শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

সহশিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মেধা, সৃজনশীলতা, কারিগরি দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, রোভার স্কাউট, বিতর্ক ও কুইজ, স্কিলস কম্পিটিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শনী, রোবোটিক্স, ও আইসিটি কার্যক্রম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, ক্যারিয়ার ফেয়ার, ইন্টারপ্রিনিয়নশিপ ডেভেলপমেন্ট, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

রোভারিং কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো রোভার স্কাউট কার্যক্রম।

প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট ইউনিট শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, দলগত কাজ, আত্মনির্ভরশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা এবং সেবামূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ক্যাম্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

রোভার স্কাউট কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে "সেবা, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব"-এর চেতনা বিকশিত করার পাশাপাশি তাদের একজন দায়িত্বশীল, দক্ষ ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে, একাডেমিক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি নেতৃত্ব, নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরি করাই একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানটি কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কৃষি খাতের আধুনিকায়ন, কৃষকের শ্রম ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষিকাজকে সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি মেশিনারিজের নকশা, নির্মাণ, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রকৌশল জ্ঞান, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, গবেষণামুখী চিন্তাভাবনা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন মেশিন ও যন্ত্রপাতির প্রোটোটাইপ তৈরি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি "শিক্ষা গবেষণা উদ্ভাবন শিল্প সংযোগ" প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সরকারী অনুদান প্রাপ্তি

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক ও কানাডা সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সফল একটি প্রকল্প স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) এর আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও গ্রান্ট প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষে সারাদেশ থেকে আবেদন সংগ্রহ পূর্বক সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি দ্বারা কয়েক ধাপে পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের টেকনোলজি ও আসন সংখ্যা, ভর্তি, শিক্ষার পরিবেশ, ফলাফল সহ বোর্ডের সকল তথ্য, শিক্ষকদের মান, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্প কারখানায় যোগাযোগ ও বিশেষ করে কর্মসংস্থানের সহায়তা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করে ২০১৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট প্রাপ্তি হয়।
- বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং কারিগরি শিক্ষা আধিদপ্তরাধীন স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) প্রকল্পের গ্রান্ট প্রাপ্তির ফলে উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত করা হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো-গত, শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার মানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মানদন্ডে বাংলাদেশের এ জাতীয় বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে অবস্থান করছে ।
- বর্তমানে অনুরুপ ASSET প্রকল্পের গ্যান্ড প্রাপ্তির ফলে এর কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ ও উপস্থিতির উপর নির্ভর করে সকল শিক্ষার্থীদের সরকারি ভাবে প্রতি পর্বে ৫০০০ টাকা হারে শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- এখানে কর্মরতদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি সেকশনের কাজের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে । নির্দিষ্ট বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা আছে । আর্থিক খাতের সহায়তার জন্য নির্ধারিত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন ও খরচের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় তাছাড়া বার্ষিক অডিট করনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক নিতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে কাজ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিশেষ অর্জনের একাংশ

ফলাফলে

- মোঃ রাগীব ইয়াসির রোহান জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩ এর জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী কারিগরি নির্বাচিত হয় ।
- মোঃ তৌহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মেধা বৃত্তি-২২ তালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করেন ।
- মোঃ সাখাওয়াত হোসেন BTEB মেধা বৃত্তি-২৩ তালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করে।

উচ্চ শিক্ষায়

- মোঃ হজরত আলী, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আশরাফুল রিফাত, মোঃ মামুন মিয়া, বিশ্বজিৎ কুমার রায়, মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া, মোঃ আতাউল ইসলামড়, লুতফুন নাহার, মোঃ মুরাদ হাসান ও মোঃ আশরাফুল ইসলাম বিটেকে অধ্যয়ন রত ।
- মোঃ সাখাওয়াত হোসেন , রবিউল হোসাইন , সিদ্দিকা আক্তার লিলি ডুয়েট অধ্যয়নরত সহ ২০২৬ সালে ডুয়েটে ৭ জন ও বিটেকে ২ জন শিক্ষার্থী সরকারী ভাবে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পায় যাহা বেসরকারীর মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী।
- অনেক শিক্ষার্থী চায়না, জাপান, ভারত, মালয়েশিয়াসহ দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত।

সরকারী চাকুরীতে

- রাজউক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সরকারী পলিটেকনিক, সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ রেলওয়েসহ দেশের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে RIIT এর অনেক শিক্ষার্থী কর্মরত রয়েছে ।

প্রবাসে

- মোঃ রকিব হাসান , মোঃ আক্কাস আলী মির্জা ও মোঃ শাহাদাৎ হোসেন সৌদি আরবে কর্মরত ।
- মোঃ ফজলে নুর মাছুম কাতারে কর্মরত ।
- মোঃ আব্দুল ওয়াদুত (রিজু) দুবাইয়ে কর্মরত ।
- মোঃ মোস্তাক শাহারিয়ার মুকুট আমেরিকায় কর্মরত
- মোঃ রাশেদ ইসলাম ওমানে কর্মরত ।
- মোঃ বেলাল মিয়া , মোঃ মোরশেদুল ইসলাম ও মোঃ ফিরোজ খান চীনে উচ্চ শিক্ষায অধ্যায়নরত ।
- মোঃ শাহারিয়ার ইসলাম অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত।

উদ্যোক্তা/ব্যবসায়

- বিষ্ণু রায় উত্তরা গ্রামীন সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে তরুন উদ্যোক্তা হিসাবে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে।
- মোঃ ইসমাইল হোসেন কারুকর্য, রংপুর প্রতিষ্ঠা করেন।
- মোঃ হেলাল মিয়া এইস.এম ডিজাইন এ্যান্ড কনসাল্টিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

সহ-শিক্ষায়

- মোঃ আবু হাসনাত রংপুর বিভগে শ্রেষ্ঠ রোভার নির্বাচিত হয়।
- পার্থ কুমার রায় বিটিভির নিয়মিত শিল্পি হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন
- মোঃ আরাফাত ইসলাম ক্রিকেটে ভালো খেলোয়াড় হিসেবে বিকেএসপিতে চান্স পায়।

সহ শিক্ষা কার্যক্রমের একাংশ

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতি

মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে RIIT এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের র‍্যালি

মহান বিজয় দিবসে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি RIIT এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

RIIT এর আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২০ উদ্বোধন করেন STEP প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব জয়দেব চন্দ্র সাহা

স্কিলস্ কম্পিটিশন এর আঞ্চলিক পর্যায়ে RIIT এর শিক্ষার্থীদের পোর্টেবল ফ্লাওয়ার মেশিন আবিষ্কার পর্যবেক্ষণ করেন রংপুরের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার **জনাব কাজী হাসান আহম্মেদ**

RIIT এর শিক্ষার্থীদের আবিষ্কৃত প্রজেক্ট দেখে মুগ্ধ হন STEP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) **জনাব এবিএম আজাদ**

বাস্তব জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে পার্বতীপুর রেলওয়ে জংশন সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করে RIIT এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাস্তব জ্ঞানার্জনে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ট্যুরে কেন্দ্রীয় লোকোমেটিভ কারখানা, পার্বতীপুরে RIIT এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

কারিগরি শিক্ষার উন্নতি, আর্থ-সামাজিক মুক্তি

সহ শিক্ষা কার্যক্রমের একাংশ

ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ট্যুরে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায়
RIIT এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাস্তব জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে পাগলাপীর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর
সাবস্টেশন পর্যবেক্ষণ করে RIIT এর শিক্ষার্থীরা

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সভায় বক্তব্য রাখছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের
প্রতিষ্ঠান প্রধান জনাব মোঃ শাকিনুর আলম

ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে উপস্থিত ও পড়াশুনার অগ্রগতি সম্পর্কে
অভিভাবকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন RIIT এর শিক্ষকবৃন্দ

মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে RIIT এর দীক্ষিত রোভার স্কাউট সহচরদের হাতে দীক্ষিত
সনদ তুলে দেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল

বার্ষিক বনভোজনের একাংশ RIIT পরিবার

১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
RIIT এর শিক্ষার্থীর সংগীত পরিবেশন

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের
সভাপতি জনাব আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল

অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ **NANYANG POLYTECHNIC** সিঙ্গাপুর থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত